প্রথম আলো
19 MAY 2026

সবুজ পাতায় কোটি টাকার স্বপ্ন

হাট-বাজার

টরকীর পানের হাট

পানের ঐতিহ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে টিকে আছে বরিশালের গৌরনদীর শতবর্ষী টরকী বন্দর পানের হাট।

তুরানুর ইসলাম, *টরকী বন্দর, গৌরনদী, বরিশাল থেকে*

‘পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম, বন্ধু ভাগ্য হইল না...’ আবহমান বাংলার লোকগান, আড্ডা কিংবা সংস্কৃতিতে পান কেবল একটি চিবানোর পাতা নয়; এটি বাঙালির আতিথেয়তা, প্রেম, আভিজাত্য আর

টরকীতে বিক্রি হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বরিশালের পান

ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংস্কৃতে যাকে বলা হতো ‘তাম্বূল’, সেই পান একসময় ভারতবর্ষের নবাব আর জমিদারদের বৈঠকখানায় ছিল প্রধান আকর্ষণ। সময়ের বিবর্তনে আভিজাত্যের সেই জৌলুশ হয়তো বদলেছে, কিন্তু কমেনি এর কদর। বরং আধুনিক যুগেও ‘আগুন পান’ কিংবা ‘বরফ পানের’ জাদুতে মজে আছে তরুণ প্রজন্ম। আর এই পানের ঐতিহ্যের অন্যতম এক প্রাণকেন্দ্র হয়ে আজও টিকে আছে বরিশালের গৌরনদীর শতবর্ষী ‘টরকী বন্দর পানের হাট’। এই হাট দেখলে বোঝা যায়, একটি পাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় কোটি টাকার অর্থনীতি।

পানের আভিজাত্য: নবাবি জৌলুশ থেকে আধুনিক ধারা

ভারতবর্ষে পানের ইতিহাস বহু পুরোনো। আয়ুর্বেদশাস্ত্র থেকে শুরু করে মোগল দরবার—সবখানেই পানের জয়জয়কার। রুপা বা পিতলের

কারুকার্যখচিত পানদান একসময় বনেদি পরিবারের আভিজাত্যের পরিচয় ছিল। পানের গুরুত্ব বাঙালি সমাজে এতটাই গভীরে যে সামান্য ভুলকে আমরা আজও বলি—'পান থেকে চুন খসা'। সময়ের বিবর্তনে পানের ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। তবে বাহারি আঙ্গিকে নানা উপকরণ বা উপাদানের মিশেলে মজাদার ও মুখরোচক পান যেন এখনো সবার কাছে দারুণ জনপ্রিয়। অন্যদিকে গ্রামীণ জনপদে প্রবীণদের কাছে পান-সুপারি আজও ক্লান্তি ভোলার প্রধান অনুষঙ্গ।

নদীর তীর থেকে মহাসড়কের কোলে

টরকী বন্দরের প্রাণ ছিল একসময় টরকী লঞ্চঘাট। সেই ঘাটের ১৫ কদম দূরেই যেখানে আজকের কাঠপট্টি, সেখানেই একসময় বসত জমজমাট পানের আড়ত। নদীপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নৌকায় করে মানুষ আসত পান কেনাবেচা করতে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও অবহেলায় নদী মরে গেছে, নাব্যতা হারিয়েছে লঞ্চঘাট। তবে পানের চাহিদা ফুরায়নি। তাই সময়ের প্রয়োজনে আর উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার সুবিধার্থে পানের আড়তগুলো ধীরে ধীরে সরে এসেছে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের কোল ঘেঁষে। বর্তমানে গৌরনদী পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের টরকী বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন নীলখোলা এলাকায় এই হাটের অবস্থান। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ ও এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই বাজারে এখন প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার কর্মযজ্ঞ চলে।

পানের গণিত ও কোটি টাকার বাণিজ্য

টরকী বাজারে সপ্তাহের পাঁচ দিন (বৃহস্পতিবার ও সোমবার ছাড়া) চলে এই বিশাল বাণিজ্য। চারটি থানার মানুষের জীবন-জীবিকা এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। আড়তদারদের দেওয়া তথ্যমতে, বার্ষিক গড়ে এখানে ২৫০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। মহাসড়কের দুই পাশে সারি সারি ১৩টি বড় আড়ত—গাউছিয়া, মোহাম্মাদী, সোনার মদিনা, এলাহী, শাহজালাল—সব জায়গাতেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে হাঁকডাক। মৌসুমে প্রতিটি আড়তে ২০-২৫ জন শ্রমিক পানের মান যাচাই ও গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন। পানের বাজারের হিসাব ও ভাষা সাধারণের কাছে কিছুটা গোলমেলে মনে হতে পারে। শত বছরের পুরোনো এই বাণিজ্যিক রীতি আজও টিকে আছে 'গন্ডা', 'পণ' আর 'বিড়া'র হিসাবে : ১ গন্ডা ৪টি পান, ১ পণ (বা কুড়ি) ২০ গন্ডা বা ৮০টি পান, ১ বিড়া ৭২ থেকে ১০০টি পানের সমন্বয় (হিসাবভেদে ভিন্ন হয়)।

আড়তদার কাজী মিজান জানান, বর্তমানে পানের দাম বেশ চড়া। এক বিড়া ভালো মানের পান এখন ২০০ থেকে ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাধারণ মানের পান বিক্রি হয় ১০ থেকে ৩০ টাকায়। তবে ভরা মৌসুমে (আষাঢ়-শ্রাবণ) এই দাম নেমে আসে ৭০-১০০ টাকায়। তখন প্রতিদিন গড়ে ১০ ট্রাক পান এই বাজার থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায়।

যেখানে সচল অর্থনীতি

পানবরজ তৈরির জন্য প্রয়োজন বিশেষ যত্ন ও উপকরণ। টরকীর আড়তগুলোর পাশেই গড়ে উঠেছে পাটখড়ি, শণের সুতা, বাঁশ আর খড়ের এক বিশাল বাজার। এ বাজারে বরজের ব্যবহার উপযোগী কৃষি উপকরণ বিক্রি করেন ব্যবসায়ী সোহাগ ঘরামি। তিনি জানান, পানের বরজ তৈরিতে পাটকাঠির কোনো বিকল্প নেই। মান ও আকারভেদে বাজারে পাটকাঠির দামে রয়েছে ভিন্নতা। সোহাগ ঘরামির জানান, 'পাটখড়ি তিন রকম দামে বিক্রি হচ্ছে। যেটা লম্বা ও শক্ত—সেটা বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার টাকায় (১০০ মুঠো বা আঁটি), মাঝারি আঁটি ১ হাজার ২০০ টাকা, আর যেগুলো নরম ও খাটো আঁটি সেগুলো বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়।' মূল পানের ব্যবসার পাশাপাশি এই সহযোগী উপকরণগুলোর ব্যবসা এই এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বড় ভূমিকা রাখছে।

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার টরকী বন্দরের নীলখোলা এলাকায় পানের আড়তে চলছে বেচাকেনা। গত শনিবার। ছবি : প্রথম আলো

চাষি ও আড়তদারদের জীবন

এই পানের হাট শুধু একটি বাজার নয়, পানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের হাজারো মানুষের জীবনের গল্প। আড়তদার মনির খান শোনালেন তাঁর উঠে আসার গল্প। একসময় নিজেই পান চাষ করতেন, বিক্রি করতেন হাটে। এরপর দেখলেন এ অঞ্চলে প্রচুর পানের ক্রেতা আসছেন, বন্দরে একটি আড়ত দিলে ব্যবসা ভালো জমবে। এই ভাবনা থেকেই কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন নতুন একটি আড়ত। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের জীবন এমনই। পানের জগতেই আমাদের ঘরবসতি।'

আবু বকর ঘরামির মতো অনেক ব্যবসায়ী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা ছেড়ে নিজ এলাকা টরকীতে সম্ভাবনাময় পান ব্যবসায় ফিরে এসেছেন। আগে
পানের বড় আড়ত পুরান ঢাকার শ্যা
আড়তদারি করতেন তিনি। এই আড়তে
বেশির ভাগই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের।

টরকী থেকে পান কিনে দেশের নান
আড়তগুলোয় সরবরাহ করেন বেশ
ব্যবসায়ী। তাঁদের একজন সিয়াম তালু
তিনি একা নন, তাঁর বাবার সঙ্গে মিলে দি
হাজার বিড়া পান কেনেন। এখানে কেনা
মূলত 'ডাকে' বা নিলামে। সবচেয়ে ব
হলো, লেনদেন হয় বেশির ভাগ খে
টাকায়। এর ফলে চাষিরা তাঁদের প
ফসলের মূল্য সহজে নিতে পারেন।

স্বীকৃতি না পাওয়ার আক্ষেপ

বাইরে থেকে বাজারটি জমজমাট মনে হ
ভেতর রয়েছে গভীর দীর্ঘশ্বাস। আড়তদা
শাহ এবং কাজী তৌফিক ইকবাল সজল
নেপথ্যের সেই গল্প। তাঁদের বড় আক্ষে
একটি কৃষিপণ্য হওয়া সত্ত্বেও চাষি
মন্ত্রণালয়ের কোনো সুযোগ-সুবিধা পান
চাষে সারের ভর্তুকি নেই, নেই সহজ শর্তে
ব্যাংকঋণ।

পচনশীল পণ্য হওয়ায় গরমের দি
'জ্বইলা' বা পুড়ে যায়, আবার খেত থে
আনা পান সংরক্ষণাগারের অভাবে নষ্ট হয়ে
ছাড়া বাজারে কোনো সর্বনিম্ন মূল্য নেই।
বড় আঘাত এসেছে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায়। আ
হাজি রিয়াজুল ইসলাম আক্ষেপ করেন, '
রপ্তানি বন্ধ হওয়ার কারণেই বাজার অস্থিতিশী
রপ্তানি চালু থাকলে চাষি ও পাইকার
লাভের মুখ দেখত।'

বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে সবচে
পান রপ্তানি করা হয়। এর বাইরে ইউরোপের
দেশে পান রপ্তানি করা হয়। তবে যুক্তরা
রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত পানে
সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি
কারণে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাং
থেকে সাময়িকভাবে পান রপ্তানির ওপর নি
জারি করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কয়েক
নিষেধাজ্ঞা ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়।
ইইউ পান রপ্তানিতে কতিপয় শর্ত জুড়ে দেয়
সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ামুক্ত হতে হবে, উ
থেকে জাহাজীকরণ পর্যন্ত উত্তম কৃষি চর্চা (জি
গুড হাইজিন প্র্যাকটিসেস (জিএইচপি),

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

19 MAY 2026 প্রথম আলো

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার টরকী বন্দরের নীলখোলা এলাকায় পানের আড়তে চলছে বেচাকেনা। গত শনিবার। ছবি : প্রথম আলো

হিসাবে : ১ গন্ডা ৪টি পান, ১ পণ (বা কুড়ি) ২০ গন্ডা বা ৮০টি পান, ১ বিড়া ৭২ থেকে ১০০টি পানের সমন্বয় (হিসাবভেদে ভিন্ন হয়)।

আড়তদার কাজী মিজান জানান, বর্তমানে পানের দাম বেশ চড়া। এক বিড়া ভালো মানের পান এখন ২০০ থেকে ২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাধারণ মানের পান বিক্রি হয় ১০ থেকে ৩০ টাকায়। তবে ভরা মৌসুমে (আষাঢ়-শ্রাবণ) এই দাম নেমে আসে ৭০-১০০ টাকায়। তখন প্রতিদিন গড়ে ১০ ট্রাক পান এই বাজার থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যায়।

যেখানে সচল অর্থনীতি

পানবরজ তৈরির জন্য প্রয়োজন বিশেষ যত্ন ও উপকরণ। টরকীর আড়তগুলোর পাশেই গড়ে উঠেছে পাটখড়ি, শণের সুতা, বাঁশ আর খড়ের এক বিশাল বাজার। এ বাজারে বরজের ব্যবহার উপযোগী কৃষি উপকরণ বিক্রি করেন ব্যবসায়ী সোহাগ ঘরামি। তিনি জানান, পানের বরজ তৈরিতে পাটকাঠির কোনো বিকল্প নেই। মান ও আকারভেদে বাজারে পাটকাঠির দামে রয়েছে ভিন্নতা। সোহাগ ঘরামির জানান, 'পাটখড়ি তিন রকম দামে বিক্রি হচ্ছে। যেটা লম্বা ও শক্ত—সেটা বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার টাকায় (১০০ মুঠো বা আঁটি), মাঝারি আঁটি ১ হাজার ২০০ টাকা, আর যেগুলো নরম ও খাটো আঁটি সেগুলো বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকায়।' মূল পানের ব্যবসার পাশাপাশি এই সহযোগী উপকরণগুলোর ব্যবসা এই এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বড় ভূমিকা রাখছে।

চাষি ও আড়তদারদের জীবন

এই পানের হাট শুধু একটি বাজার নয়, পানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের হাজারো মানুষের জীবনের গল্প। আড়তদার মনির খান শোনালেন তাঁর উঠে আসার গল্প। একসময় নিজেই পান চাষ করতেন, বিক্রি করতেন হাটে। এরপর দেখলেন এ অঞ্চলে প্রচুর পানের ক্রেতা আসছেন, বন্দরে একটি আড়ত দিলে ব্যবসা ভালো জমবে। এই ভাবনা থেকেই কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন নতুন একটি আড়ত। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের জীবন এমনই। পানের জগতেই আমাদের ঘরবসতি।'

আবু বকর ঘরামির মতো অনেক ব্যবসায়ী ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা ছেড়ে নিজ এলাকা টরকীতে সম্ভাবনাময় পান ব্যবসায় ফিরে এসেছেন। আগে পানের বড় আড়ত পুরান ঢাকার শ্যামবাজারে আড়তদারি করতেন তিনি। এই আড়তে আসা পান বেশির ভাগই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের।

টরকী থেকে পান কিনে দেশের নানা প্রান্তের আড়তগুলোয় সরবরাহ করেন বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী। তাঁদের একজন সিয়াম তালুকদার। তবে তিনি একা নন, তাঁর বাবার সঙ্গে মিলে দিনে কয়েক হাজার বিড়া পান কেনেন। এখানে কেনাবেচা হয় মূলত 'ডাকে' বা নিলামে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, লেনদেন হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নগদ টাকায়। এর ফলে চাষিরা তাঁদের পরিশ্রমের ফসলের মূল্য সহজে নিতে পারেন।

স্বীকৃতি না পাওয়ার আক্ষেপ

বাইরে থেকে বাজারটি জমজমাট মনে হলেও এর ভেতর রয়েছে গভীর দীর্ঘশ্বাস। আড়তদার মাসুম শাহ এবং কাজী তৌফিক ইকবাল সজল জানালেন নেপথ্যের সেই গল্প। তাঁদের বড় আক্ষেপ—পান একটি কৃষিপণ্য হওয়া সত্ত্বেও চাষিরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না। পান চাষে সারের ভর্তুকি নেই, নেই সহজ শর্তে কোনো ব্যাংকঋণ।

পচনশীল পণ্য হওয়ায় গরমের দিনে পান 'জ্বইলা' বা পুড়ে যায়, আবার খেত থেকে তুলে আনা পান সংরক্ষণাগারের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া বাজারে কোনো সর্বনিম্ন মূল্য নেই। সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায়। আড়তদার হাজি রিয়াজুল ইসলাম আক্ষেপ করেন, 'বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হওয়ার কারণেই বাজার অস্থিতিশীল হয়। রপ্তানি চালু থাকলে চাষি ও পাইকার—সবাই লাভের মুখ দেখত।'

বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি পান রপ্তানি করা হয়। এর বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পান রপ্তানি করা হয়। তবে যুক্তরাজ্যে পান রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত পানে ক্ষতিকর সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়ার কারণে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ থেকে সাময়িকভাবে পান রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কয়েক দফায় নিষেধাজ্ঞা ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত হয়। এরপর ইইউ পান রপ্তানিতে কতিপয় শর্ত জুড়ে দেয়—পান সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ামুক্ত হতে হবে, উৎপাদন থেকে জাহাজীকরণ পর্যন্ত উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি), গুড হাইজিন প্র্যাকটিসেস (জিএইচপি), গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস (জিএমপি) অনুসরণ করত হবে এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব থেকে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ামুক্ত সনদ দিতে হবে। এসব শর্তের পর থেকে এখন সীমিত পরিসরে রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর *প্রথম আলো*কে বলেন, পান রপ্তানি আটকে যাচ্ছে যথাযথ পরীক্ষাব্যবস্থার অভাবে। পচনশীল এই পণ্য তাৎক্ষণিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। শুধু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়। তবে বেশ ব্যয়বহুল এবং সময়ও বেশি লাগে।

মোহাম্মদ মনসুর জানান, পান প্যাকেজিংয়ের একমাত্র কেন্দ্র রাজধানীর শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউস। এখানে স্থাপিত উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরের প্রকল্প নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এ কারণে পর্যাপ্ত চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যে পান রপ্তানি বন্ধ আছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) তা চালু হলেও যথাযথ পরীক্ষাব্যবস্থার অভাবে সীমিত আকারে রপ্তানি হচ্ছে। কেবল মধ্যপ্রাচ্যে পান রপ্তানি স্বাভাবিক আছে। ইইউ ও যুক্তরাজ্যে আগে প্রতি কেজি ৭ থেকে ১০ ডলারে পান রপ্তানি করা হতো। বর্তমানে এই বাজারে মালয়েশিয়া ও ভারতের পান যাচ্ছে।

আগামীর স্বপ্ন

এত সংকট আর সীমাবদ্ধতার মধ্যেও টরকীর মানুষ স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি। রুবেল গাজী ও সোহাগ গাজীর মতো তরুণ ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে তাঁদের দাবিদাওয়া পেশ করেছেন। মিলেছে আশ্বাসও—শিগগিরই পান রপ্তানির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

টরকী হাটের মানুষেরা চান তাঁদের উৎপাদিত 'সবুজ পাতা' দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আবার বিদেশের মাটিতে স্বাদ ছড়াক। তবেই হয়তো পুরোনো লঞ্চঘাটের সেই হারিয়ে যাওয়া জৌলুশ মহাসড়কের এই ধমনিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে।

টরকীর পানের হাট আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ঐতিহ্য আর কৃষি যদি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা পায়, তবে তা কেবল একটি অঞ্চলের নয়, বরং পুরো দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

ঢাকা।

প্রথম আলো

19 MAY 2026

সেরা ১০% প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ৭০%, কর্মসংস্থান মাত্র ১৫%

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ১০ বছর ধরে থমকে আছে। অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল খাতেই কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। দেশের সেরা ১০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান রপ্তানিতে প্রায় ৭০ শতাংশ অবদান রাখছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের হিস্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই পোশাক খাতের। এ খাত বিশেষ কর-সুবিধাও ভোগ করছে। তাই নতুন খাতকে এগিয়ে নিতে বিশ্বব্যাংক অন্যদেরও সুবিধা প্রদানের পরামর্শ দিয়েছে।

সংস্থাটির 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) ঢাকার বনানীর কার্যালয়ে গতকাল সোমবার এক সেমিনারে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। সেমিনারে কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি উপস্থাপনা দেন বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা। সভাপতিত্ব করেন পিআরআই চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার।

অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত অস্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করছে। করপোরেট করহার যেখানে সাড়ে ২৭ শতাংশ, সেখানে এই খাত দিচ্ছে মাত্র ১০-১২ শতাংশ। অথচ কর্মসংস্থানের ৮৫ শতাংশ হয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা এসএমই খাতে। বছরে নতুন ১৫ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে যুক্ত হলেও তাদের অর্ধেকই যথাযথ কাজ পাচ্ছেন না। বেশির ভাগ কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষি খাতে। তাই প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিতে নতুন নতুন খাতকে সুবিধার আওতায় আনার পরামর্শ দেন তিনি।

ব্যাংকিং খাত নিয়ে বলা হয়, খেলাপি ঋণ সামনে এলেও ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির বিষয়টি সেভাবে আলোচনায় আসেনি। নিয়ম অনুযায়ী, ব্যাংকিং খাতে ১০ শতাংশ মূলধন থাকতে হয়। কিন্তু এটা নেমে গেছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে। ২২ ব্যাংকে ৪৭ শতাংশ মূলধন ঘাটতি রয়েছে। তাই সংস্কারকে মনোযোগের কেন্দ্রে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'আমরা কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি মডেল দেখেছি। কারণ, আমরা প্রবৃদ্ধি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু এটা টেকসই করায় মনোযোগী ছিলাম না। তাই কোনো খাত আজীবন সুবিধা পাবে, সেটা হতে পারে না।'

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফআইসিসিআই) নির্বাহী পরিচালক টি আই এম নুরুল কবির বলেন, কয়েক বছর ধরে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না। এর প্রধান কারণ করকাঠামো নিয়ে অনিশ্চয়তা। বিনিয়োগকারীরা ১০ বছরের একটি পরিকল্পনা করতে চায়। কিন্তু দেখা যায়, দুই বছরের মধ্যে নতুন নিয়ম চালু হয়ে গেছে।

পিআরআইয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেন, '২০১৯ সাল থেকে প্রবৃদ্ধি কমছিল। এটার পেছনে আন্তর্জাতিক ধাক্কার সঙ্গে আমাদের সৃষ্ট সমস্যাও ছিল। তাই সংস্কার এখন কোনো বিকল্প না, বরং প্রয়োজনীয়তা।' নয়তো দেশ মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে যাবে বলে সতর্ক করেন তিনি।

মুক্ত আলোচনায় সংস্কারের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণের প্রতি জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইউরোপের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি (এফটিএ) করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
19 MAY 2026

ডাইফ-বিজিএমইএ বৈঠক

লাইসেন্স নবায়নে শিল্পবান্ধব সমাধান চান ব্যবসায়ীরা

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানার লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া আরো সহজ ও হয়রানিমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। একই সঙ্গে এসএমই কারখানার বাস্তবতা ও শিল্পবান্ধব সমাধানের দাবি জানিয়েছেন বিজিএমইএ নেতারা।

গতকাল রাজধানীর শ্রম ভবনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফ) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) মো. ফরহাদ সিদ্দিকের সঙ্গে বিজিএমইএ নেতাদের মতবিনিময় সভায় এ আহ্বান জানানো হয়।

বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সহসভাপতি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী এবং ডাইফের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সভায় বিজিএমইএ নেতারা নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শককে শুভেচ্ছা জানান এবং শিল্প খাতের উন্নয়ন ও শ্রমবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতে তার সফলতা কামনা করেন।

মতবিনিময়কালে ইনামুল হক খান বলেন, 'বিজিএমইএ সবসময় কলকারখানা আইন ও নিরাপত্তা নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আরএসসি, নিরাপন, এনএপি ও অন্যান্য কমপ্লায়েন্স কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে শিল্প টিকিয়ে রাখার মতো বাস্তবসম্মত সমাধান প্রয়োজন।'

সভায় বিজিএমইএ সহসভাপতি মোহাম্মদ রফিক চৌধুরী বলেন, 'ডাইফের তত্ত্বাবধানে এনএপি মনিটরিংয়ের আওতাভুক্ত প্রায় ১ হাজার ৫০০ কারখানার মধ্যে বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আনুমানিক ৩০০ কারখানা চালু রয়েছে। শতভাগ কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান (সিএপি) বাস্তবায়নের শর্তে লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'যেসব কারখানা গত বছর লাইসেন্স নবায়ন পেয়েছে এবং রেমেডিয়েশন ও কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, সেসব কারখানাকে বাস্তবতা বিবেচনায় চলতি বছর শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়নের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।'

সভায় বিজিএমইএ নেতারা জানান, সম্প্রতি শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে কারখানা লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ এক বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর করা হলেও মাঠ পর্যায়ে এখনো এক বছরের বেশি নবায়ন করা হচ্ছে না।

এ বিষয়ে মহাপরিদর্শক মো. ফরহাদ সিদ্দিক বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় ফি ও প্রক্রিয়াগত বিষয় চূড়ান্ত হলে পাঁচ বছরের নবায়ন কার্যকর করা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'যেসব কারখানার গত বছর লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে। সেসব কারখানার নবায়নের বিষয় ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে।'

আলোচনায় জানানো হয়, বর্তমান সরকার যেখানে বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানে বিদ্যমান শিল্প-কারখানাগুলো সচল রাখতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেবে ডাইফে। এছাড়া শিল্পবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের গাইডলাইনভিত্তিক ও সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ডাইফের মহাপরিদর্শক।

The Daily Star

1 9 MAY 2026

Govt must recognise women farmers

Their contribution in agriculture must no longer remain invisible

It is deeply disappointing that women's contribution to our agricultural workforce remains largely invisible in official records and government support systems. A recent report by this daily revealed that despite undertaking extensive agricultural labour, most women are still not officially recognised as farmers. This exclusion persists even though women now outnumber men in agricultural labour nationwide, with Bangladesh Bureau of Statistics' 2024 Labour Force Survey recording 1.7 crore women in the sector compared to 1.3 crore men. Why, then, are they still denied due recognition?

Our reporter recently visited more than a dozen villages in Nikli upazila of Kishoreganj and found that women shoulder exhausting responsibilities throughout the agricultural cycle, from irrigation and weeding to threshing, drying and grain storage, alongside their household duties. During recent untimely rains and flash floods, they also took on the burden of preserving damaged crops while continuing to manage domestic responsibilities. But because farming is still widely perceived as a male activity, their labour is often treated as an extension of household work rather than recognised as an economic activity. Women are also usually listed as farmers only if they are widowed, divorced, or if no male family member's national identity card is available. Such exclusion is unacceptable.

The result is that women remain excluded from crucial government support mechanisms. Many are left out of farmer lists, including the Farmers' Cards, which provide access to agricultural inputs, subsidies and incentives. Women accounted for only 15.05 percent of the 22,061 farmers surveyed across 11 upazilas in 10 districts in the pre-pilot phase of the Farmer's Card programme. Even among farmers affected by recent crop losses, only a small share of those identified for government assistance were women.

The lack of recognition of women in the agriculture sector reflects long-standing social and institutional barriers that continue to undervalue their work. Wage disparities further expose this reality, with women receiving significantly lower pay for physically demanding labour. Lack of land ownership, limited representation in local agricultural committees and restricted access to financing mechanisms further increase their vulnerability.

This situation must change. Women involved in agricultural work, whether through cultivation, sharecropping, livestock rearing, seed preservation or post-harvest activities, should receive formal recognition as farmers. The government should revive and complete the abandoned digital database initiative to ensure women are properly included in official records and support programmes. Agricultural incentives must be distributed fairly and women should also be represented in local agricultural and disaster response committees. Greater investment in modern farming technologies, childcare support and other rural infrastructure is equally necessary to reduce their burden. Women's growing contribution to the agricultural sector must no longer remain invisible.

The Daily Star
19 MAY 2026

FITCH'S NEGATIVE OUTLOOK

How to navigate the storm ahead

MACRO MIRROR

Dr Fahmida Khatun
is an economist and executive director at the Centre for Policy Dialogue (CPD). Views expressed in this article are the author's own.

FAHMIDA KHATUN

Recently, Fitch Ratings observed that Bangladesh's economic risks have increased, prompting a downgrade of the country's sovereign outlook from "stable" to "negative." It has kept the country's overall international credit rating unchanged at B+, indicating that it remains capable of repaying its foreign debts. However, the rating remains relatively low, indicating that Bangladesh remains economically vulnerable to shocks and financial pressures. When the country is facing a number of economic challenges while it awaits LDC graduation, Fitch's assessment has sent an important signal to markets, investors, development partners, and policymakers that its macroeconomic vulnerabilities are increasingly difficult to ignore.

Fitch specifically highlighted the risks posed by the escalating conflict in the Middle East, particularly the country's heavy dependency on the region for both energy imports and remittance inflows. This dual dependency creates dangerous exposure. Prolonged geopolitical instability in the Gulf region can simultaneously affect remittance earnings, energy prices, inflation, the exchange rate, and the country's

the country. Weak tax administration, extensive exemptions, low compliance, and a narrow tax base continue to undermine fiscal capacity. As a result, the government struggles to finance development expenditure, social protection, and infrastructure without increasing borrowing.

At the same time, debt-servicing pressures are mounting. Although the country's public debt level remains moderate at around 38 percent of GDP, the quality of fiscal management is becoming a greater concern. Low revenue means even moderate debt levels can become difficult to manage over time.

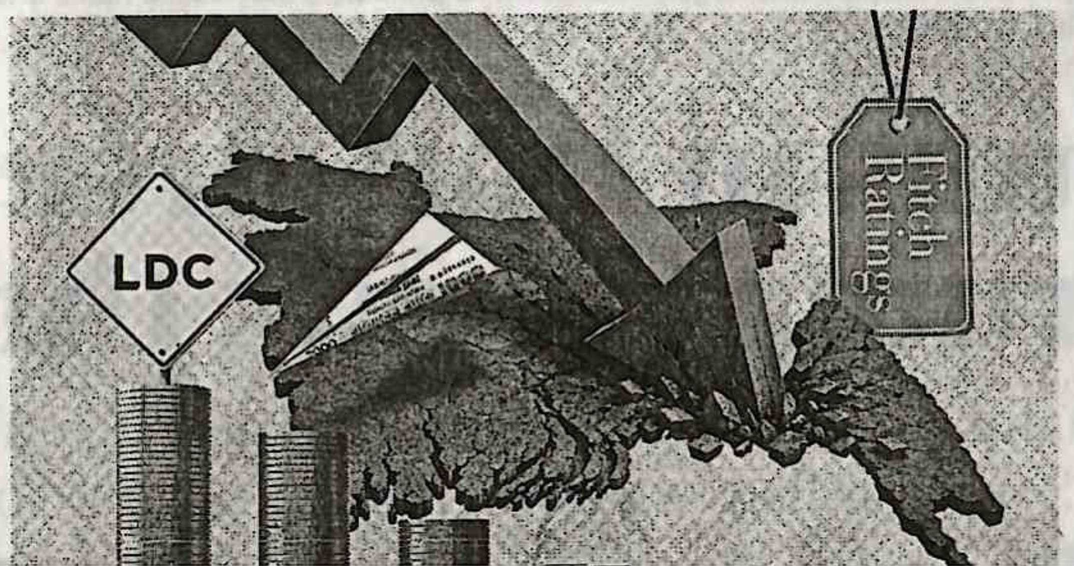

the authorities must simultaneously support growth and maintain stability.

Fitch forecasts Bangladesh's GDP growth at 3.7 percent in FY2026 and 3.5 percent in FY2027. These projections are significantly lower than the country's historical growth trajectory and well below the levels required to generate sufficient employment and sustain poverty reduction. Fitch specifically highlighted weakening RMG exports due to redirected global orders, reciprocal tariffs, softer demand, and rising domestic production costs.

How does the Fitch Ratings for Bangladesh compare with regional peers? India retains an investment-grade BBB- rating with a stable outlook from Fitch, supported by strong growth prospects, infrastructure investment, and resilient capital inflows, despite public debt exceeding 55 percent of GDP. Vietnam also has a stronger credit profile than Bangladesh, underpinned by diversified exports, sustained foreign investment, and deeper integration into global supply chains.

must remain the immediate priority. Inflation control should receive central attention through prudent monetary policy, improved supply chain management, and careful energy pricing adjustments. Inflation cannot be allowed to become structurally entrenched.

Second, reforms in revenue mobilisation are imperative. Bangladesh cannot fulfil its development ambitions given its position among the lowest-tax countries globally. The government is required to expand the tax base, curtail exemptions, digitise tax administration procedures, enhance compliance efforts, and fortify institutional capacity within the revenue authorities. In the absence of enhanced domestic resource mobilisation, fiscal pressures are expected to persist and escalate.

Third, the banking sector needs comprehensive structural reform. This includes asset quality reviews, stricter loan classification standards, enhanced regulatory independence, better governance of state-owned banks, and credible resolution mechanisms to restore confidence. Regulatory forbearance cannot continue indefinitely.

Fourth, Bangladesh needs to accelerate export diversification and enhance competitiveness before graduating from the LDC status. Relying heavily on RMG exports makes the economy susceptible to external demand shocks. To attract new industries and maintain export growth, key areas such as logistics, energy reliability, trade facilitation, skills development, and investment climate must be improved.

pressures. When the country is facing a number of economic challenges while it awaits LDC graduation, Fitch's assessment has sent an important signal to markets, investors, development partners, and policymakers that its macroeconomic vulnerabilities are increasingly difficult to ignore.

Fitch specifically highlighted the risks posed by the escalating conflict in the Middle East, particularly the country's heavy dependency on the region for both energy imports and remittance inflows. This dual dependency creates dangerous exposure. Prolonged geopolitical instability in the Gulf region can simultaneously affect remittance earnings, energy prices, inflation, the exchange rate, and the country's balance of payments position. Bangladesh experienced a similar vulnerability during the global energy shock of 2022-23, when forex reserves declined sharply, import controls were imposed, and the taka came under significant pressure. Fitch's forecast suggests that such risks are re-emerging.

Fitch also noted Bangladesh's relatively weak external liquidity position, which is equivalent to approximately four months of external payments. While this level is not critically low by international standards, it remains modest for an economy of Bangladesh's size and import dependency. Moreover, imports are still restricted and private investment is stagnant. So, these reserves remain vulnerable to higher energy and other import bills, capital outflows, weaker export growth, and slower external finance inflows.

Fitch noted limited progress in reforms across public finance, governance, financial sector regulation, and institutional capacity. This observation is particularly significant as Bangladesh's current challenges are not merely cyclical but predominantly structural. Revenue mobilisation remains one of the weakest macroeconomic indicators in GDP, the quality of fiscal management is becoming a greater concern. Low revenue means even moderate debt levels can become difficult to manage over time.

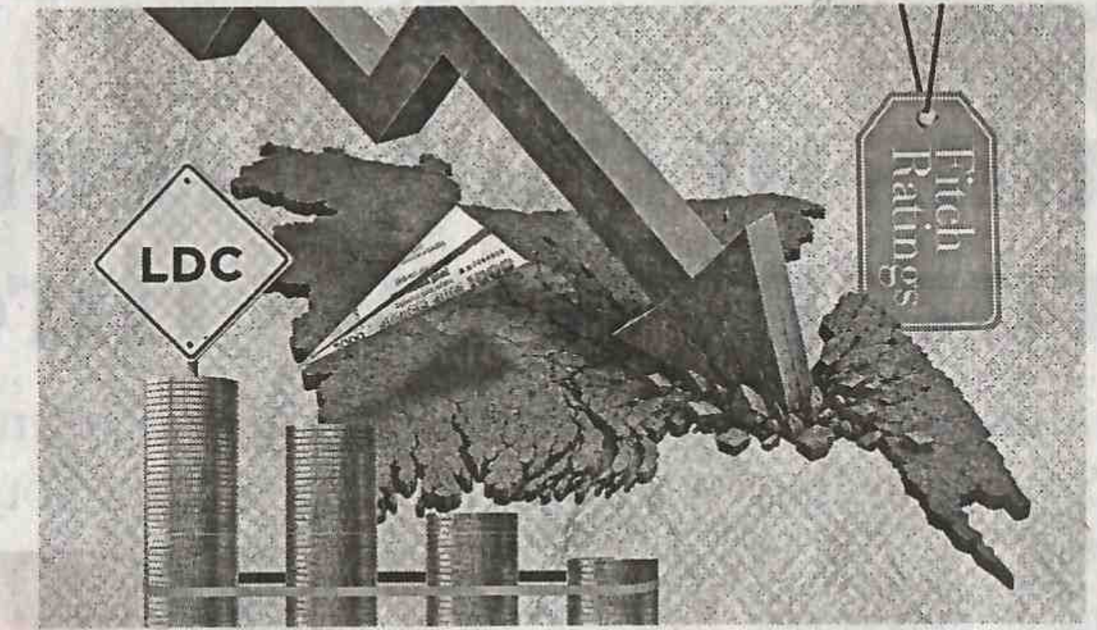

VISUAL: **ANWAR SOHEL**

The state of the country's banking sector also remains a major concern. Fitch warned that vulnerabilities remain elevated, especially among state-owned banks, and cautioned that non-performing loans could increase significantly once regulatory forbearance measures are withdrawn. The banking sector has long suffered from weak governance, politically influenced lending, poor recovery mechanisms, inadequate supervision, and capital shortfalls in several institutions. These weaknesses undermine investor confidence and constrain productive private sector investment.

Inflation constitutes another major challenge. Fitch expects inflation to remain around nine percent in FY2027, driven partly by shortages of essential commodities and possible increases in fuel prices. Persistently high inflation not only reduces purchasing power and increases poverty pressures but also weakens macroeconomic credibility. High inflation alongside slowing growth creates a particularly difficult policy environment because GDP. Vietnam also has a stronger credit profile than Bangladesh, underpinned by diversified exports, sustained foreign investment, and deeper integration into global supply chains.

The task before the new government

Barely three months into office, the new government is already facing inherited structural weaknesses alongside growing external economic pressures. In this context, Fitch's negative outlook carries significant implications and highlights the urgent need for credible reforms, strong policy commitment, and decisive measures to restore confidence and strengthen economic resilience. Sovereign ratings affect borrowing costs, investor confidence, access to external financing, and perceptions of economic stability. A deterioration in ratings can increase the cost of international borrowing for both the government and the private sector. It can also discourage foreign investment at a time when the country urgently needs to diversify investment ahead of LDC graduation.

Addressing these challenges requires more than just immediate crisis response. Bangladesh requires a clear medium-term reform plan to rebuild trust, enhance resilience, and boost institutional credibility. First, macroeconomic stabilisation

Third, the banking sector needs comprehensive structural reform. This includes asset quality reviews, stricter loan classification standards, enhanced regulatory independence, better governance of state-owned banks, and credible resolution mechanisms to restore confidence. Regulatory forbearance cannot continue indefinitely.

Fourth, Bangladesh needs to accelerate export diversification and enhance competitiveness before graduating from the LDC status. Relying heavily on RMG exports makes the economy susceptible to external demand shocks. To attract new industries and maintain export growth, key areas such as logistics, energy reliability, trade facilitation, skills development, and investment climate must be improved.

Fifth, energy security should be a central macroeconomic priority. The country's heavy reliance on imported fossil fuels has led to the ongoing external vulnerabilities. Increasing investment in domestic renewables, regional power links, energy efficiency, and diverse fuel sources can help minimise exposure to global shocks in the long run.

Finally, the credibility of policies and strength of institutional governance are critically important. Investors and rating agencies consider not only economic indicators but also factors such as policy consistency, reform progress, transparency, and institutional effectiveness. Repeated policy reversals, postponed reforms, and poor governance undermine confidence.

Fitch's negative outlook should be viewed with caution, not alarm or complacency. Bangladesh maintains key strengths, including moderate debt, a resilient remittance sector, entrepreneurial vigour, and a dynamic export industry. Nevertheless, the scope for policy mistakes is decreasing. The country is entering a more challenging development stage where resilience, institutional strength, and reform credibility will be crucial.

The Daily Star

19 MAY 2026

BB bought nearly $6b so far this fiscal year

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh Bank has purchased nearly $6 billion from the foreign exchange market so far in the fiscal year 2025-26, reflecting continued efforts to manage liquidity and stabilise the exchange rate.

The central bank bought $100 million from six commercial banks yesterday at a cut-off rate of Tk 122.75 per dollar. Total purchases in the current fiscal year (July to May 18) stood at $5.98 billion, according to the latest data from the central bank.

Bangladesh Bank has been buying US dollars since the beginning of this fiscal year amid improved inflows and easing pressure on the foreign exchange market.

Between FY21 and FY25, the BB sold more than $25 billion from its foreign exchange reserves to meet import payments for fuel, fertiliser and food.

However, it resumed purchasing dollars at the beginning of the current fiscal year as supply increased on the back of higher export earnings and remittance inflows.

Building foreign exchange reserves is another reason behind the central bank's continued dollar-buying spree.

ঢাকা।

The Financial Express

19 MAY 2026

Russian wheat export prices rise

MOSCOW, May 18 (Reuters): Russian wheat export prices rose last week along with global prices and as the rouble continued to strengthen, while new-crop wheat was also being offered at current prices, analysts said.

The price of Russian wheat with 12.5% protein content for free-on-board delivery in June-early July was $240 a metric ton at the end of last week, up $1.0 from the previous week, said Dmitry Rylko, head of the IKAR consultancy.

The price of new-crop wheat which is due to hit the market in July is also $240 per ton, he noted.